34

তারিখ ... ...JAN. 26.2000. ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2......

বিশেষ চিঠি

অমর একুশে গ্রন্থমেলা কয়েকটি প্রস্তাব

বাংলা একাডেমী ১৯৭৮ সাল থেকে অমর একুশে গ্রন্থমেলার আয়োজন করে আসছে। এই গ্রন্থমেলার বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে আজ এটা বাংলাদেশের গ্রন্থ উৎসবে পরিণত হয়েছে। বছরের এই মেলাকে সামনে রেখে সাহিত্যিকরা যেমন চিন্তিত হয়ে ওঠেন, তেমনি প্রকাশকরাও বই প্রকাশের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এই গ্রন্থমেলাকে নতুন আঙ্গিকে গঠন করলে একদিকে যেমন প্রকাশক, বই বিক্রেতা আশানুরূপ ফল পাবেন অন্যদিকে ক্রেতাসাধারণও উপকৃত হবেন।

এই চাহিদাকে লক্ষ্য করে আমি নিম্নে কয়েকটি প্রস্তাব দিলাম : ১. নামমাত্র মূল্যে প্রবেশপত্র প্রদান। এতে অযাচিত, উচ্ছৃঙ্খল জনসাধারণ যথেচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে না। ফলে শান্ত পরিবেশ রক্ষিত হবে। ২. সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমনভাবে স্টলের নাম্বার থাকতে হবে। এ ছাড়া বিজ্ঞাপন ও সর্বক্ষেত্রে স্টলের নাম্বার উল্লেখ থাকবে। এতে ক্রেতা-বিক্রেতার সুবিধা হবে। ৩. প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের প্রতিদিন প্রতিটি স্টলে পর্যায়ক্রমে ১০ মিনিট অবস্থানের ব্যবস্থা করা। ৪. নতুন লেখকদের প্রচারের ব্যবস্থা করা। ৫. গ্রন্থমেলার একটা থিম ও স্লোগান থাকা দরকার। ৬. এ উপলক্ষে গ্রন্থমেলায় প্রতিদিন বুলেটিন প্রকাশ। ৭. সর্বোচ্চ বই ক্রেতাদের বাংলা একাডেমী কর্তৃক 'উত্তম পাঠক' হিসেবে স্বীকৃতিদান ও বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করা। ৮. বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতাদের একটি ডাইরেক্টরি প্রকাশ করা। ৯. নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী স্টল নির্মাণ। এতে প্রতিটি ক্রেতা সবগুলো স্টল ঘুরে দেখার সুযোগ পাবেন এবং বিক্রেতারও সুবিধা হবে।

গ্রন্থমেলার আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে দিন দিন এই গ্রন্থমেলার কাঠামো পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতে হবে। একাডেমী প্রাঙ্গণে একটা শুকনো পুকুর আছে যা ভরাট করে স্টলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

এভাবে বাংলা একাডেমীর নানামাত্রিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে লেখক, প্রকাশক এবং পাঠকদের উন্নয়নে এগিয়ে আসতে হবে, সে সঙ্গে মেলার বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি করতে হবে। একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ঘোষণা করায় এবারের 'একুশ' আশা করা হচ্ছে অন্যান্য বছরের তুলনায় আরো আড়ম্বর, আরো উৎসাহ-উদ্দীপনায় পালন করা হবে। সে কারণে বাংলা একাডেমীর দায়িত্বও বেড়ে যাবে। আয়োজকদের আহ্বান জানাবো, গতানুগতিক ধারায় সীমাবদ্ধ না থেকে গ্রন্থমেলাকে কিভাবে আরো পূর্ণাঙ্গ করা যায় সে লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য।

কামরুজ্জামান কায়েস
নির্বাহী সদস্য
বাংলাদেশ বুক ক্লাব, ঢাকা।